আলমডাঙ্গার মা নার্সিং হোমে বাচ্চার মৃত্যু: ক্লিনিক ভাংচুর

আলমডাঙ্গায় মা নার্সিং হোমে সিজারের ৩দিন পর এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গলাই দুধ আটকিয়ে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষের অবহলেয়া শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগে ক্লিনিক ভাংচুর করেছে উত্তেজিত জনতা। পুলিশের উপস্থিতিতে পরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর রেলগেট এলাকার ওল্টুর স্ত্রী মনিরা খাতুন (২৭) এর প্রসব বেদনা শুরু হলে গত বৃহস্পতিবার ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। পশুহাট এলাকার মা নার্সিং হোমে তাকে ওইদিন রাতে ভর্তি করা হয়। গত শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে ডাঃ লিফা নারসিস চৈতালি ও ডাঃ আব্দুস সালাম গর্ভবতী মনিরা খাতুনের সিজারিয়ানের মাধ্যমে শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ করান। গতকাল মঙ্গলবার শিশু ও তার মা মনিরা খাতুনকে সকালে বাড়ি যাবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ছিলো। গত সোমবার দুপুর থেকেই শিশুর হঠাৎ শরীর খারাপ হতে থাকে। শিশুর পরিবারের লোকজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিবকে দিয়ে চিকিৎসা করেন।
এছাড়াও, ক্লিনিকে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা শিশুকে চিকিৎসা প্রদানের এক পর্যায়ে গতকাল সন্ধ্যায় শিশুটি মারা যায়। ক্লিনিক কর্তপক্ষের অবহেলায় শিশুর মৃত্যু হয়েছে অভিযোগ তুলে এলাকার লোকজন ভাংচুর শুরু করলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। আলমডাঙ্গা থানার এসআই আমিনুল, এসআই সিদ্ধার্থ মন্ডল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন।
এ ঘটনায় ক্লিনিক মালিক জালাল হোসেন জানান, শিশুর পরিবারের লোকজনের কারণেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি সন্ধ্যার আগেও শিশুর অবস্থা উন্নতি দেখে এসেছে। শিশুর মায়ের দুধ শ্বাস নালিতে আটকিয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা ধারনা করছি। আমাদের চিকিৎসায় কারণে শিশুর মৃত্যু হয়নি।
এ ঘটনায় শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ হাবিবুর রহমান হাবিব জানান, গত পরশু শিশুকে আমি চিকিৎসা দিয়েছি। তার তেমন কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর যে বিষয়টি এটি শিশুর পরিবারের ভুলের কারণেই মারা গেছে। তারা পরিমাণ মত খাবার বাচ্চাকে দেয়নি এবং গতকাল বাচ্চাকে যখন

অতিরিক্ত দুধ খাওয়ায় তখন দুর্ঘটনাবশত শ্বাস নালিতে প্রবেশ করে বাচ্চাটি মারা যায়।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিক ফেরত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে এক বছর কারাভোগ শেষে শ্রী জতেনদার দাস (৪০) নামের ভারতীয় নাগরিককে ফেরত দিয়েছে বিজিবি । গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদার দর্শনা সীমান্তে ৭৬ নম্বর মেইন পিলারের নিকট বিজিবি-বিএসএফ’র পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেয়া হয়। জতেনদার দাস ভারতের ভাগলপুর জেলার নদিপুর থানার শ্রী শীতারাম দাসের ছেলে। বিজিবি জানায়, গত এক বছর আগে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করার দায়ে শ্রী জতেন দার দাসকে আটক করে নাটোর জেল হাজতে প্রেরণ করলে আদালত অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে তাকে এক বছরের কারাদণ্ড প্রদান করে । এক বছর কারাভোগ শেষে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের পতাকা বৈঠকে মাধ্যমে তাকে ভারতে ফেরত দেয়া হয়েছে। পতাকা বৈঠকে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর নিস্তার আহমেদ ও ভারতীয় নদিয়া জেলার গেদে বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার শ্রী সন্দীপ কুমার । উপস্থিত ছিলেন মানব অধিকার কর্মী ভিশাল রঞ্জন দত্তসহ দু দেশের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ।

সুখের সংসার ফিরে পেল আছমিনা

খাতুন

পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার। আছমিনা খাতুন (২৪), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর সাথে শাহাবুল ইসলাম (৩০), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গার ০৪ বছর আগে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।
গত ১ বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনার নিকট বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দাবী করে আসছিল। আছমিনা সংসারের সুখের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে তার পিতার বাড়ি হতে টাকা এনে তার স্বামীকে দেয়। এরপরও শাহাবুল আরো টাকার জন্য আছমিনা’কে চাপ প্রয়োগ করলে আছমিনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনাকে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনসহ তালাকের ভয় দেখায়।
আছমিনা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় শাহাবুল (৩০), এবং আছমিনা খাতুন(২৪) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

দর্শনা কেরু’র শ্রমিক-কর্মচারীর নির্বাচনে প্রতীক

বরাদ্দ সম্পন্ন

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, জমা ও বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে। প্রার্থীদর মধ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতীক। এবারর নির্বাচনে ১৩ পদের বিপরিতে ৩০ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বাছাই পর্বে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকাল ৩ টার মধ্যে সকল প্রার্থী দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র। মনোনয়নপত্র ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যা ৬ টায়। রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় নিধারিত থাকলেও কেউ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেনি।
আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ইতোমধ্যেই গত পরশু রাত ৮ টার দিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। গতবারের ভোটারের তুলনায় এবার বেড়েছে ৮৭ জনের ভোট। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি তয়ব আলী (চাঁদতারা) ও ফিরাজ আহমদ সবুজ (হারিকেন), সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান (বাইসাইকেল) ও সাবক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (ছাতা), সহ-সভাপতি পদে বর্তমান সহ-সভাপতি মাস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমদ (মোরগ), এএসএম কবির (হাতপাখা) ও আবু সাঈদ হাসন (মাছ) সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন (কাপ-পিরিচ), ইসমাইল হাসন (তালা চাবী), একরামুল হক খলিল (ফুটবল) ও আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছেন।
তাছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের ৯ জন সদস্য পদের বিপরিতে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ১ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সলিম খান (বালতি) ও সালাউদ্দিন শাহ সনেট (ডাব), ২নং ওয়ার্ডে সদস্য প্রার্থী বাবর আলী (বেলচা) ও আমিনুল ইসলাম (ডাব) ৩ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে শরিকুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (ডাব)। ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে ইয়ামিন হক (আখর আঁটি) ও মতিয়ার রহমান (ডাব), ৫ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সাইফুদ্দীন (ডাব) হারিজুল ইসলাম (আখর আঁটি)। ৬ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা), মজিবর রহমান (ডাব), নুরুল ইসলাম (আখের আটি) ও মাহন আলী (হাতুড়ি)। ৭ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে আজাদ আলী (হাঁতুড়ি), জহিরুল ইসলাম (আখের আটি), মফিজুর রহমান (বেলচা) ও ইদ্রিস আলী (কাঁঠাল) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চয়ারম্যান হিসেব দায়িত্ব পালন করছেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাবিক হাসান, সদস্য সচিব মিলর, মহাব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, সদস্য উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আবদুল ফাত্তাহ, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ প্রকশলী) আবু সাঈদ ও জুনিয়র অফিসার (ভূমি) জহির উদ্দিন।

দর্শনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ জনের জেল, ১ জনের নামে মামলা

দর্শনায় মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের মাদক বিরাধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
এ অভিযানে গাঁজাসহ ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। ২ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা ও ১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল বিকাল ৫ টার দিক দর্শনা দক্ষিণচাদপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র অধিদপ্তরের সদস্যরা অভিযান চালিয় গাঁজাসহ আটক করে রশিদ মিয়ার স্ত্রী আমেনা, আবুবক্করের ছেল তুহিন ও গাফফারেক। তুহিন ও আমেনাকে চুয়াডাঙ্গা নির্বাহী অফিসার সুরাইয়া মমতাজ ১ বছর ও ২ মাসর পথক কারাদণ্ডে দণ্ডিতসহ ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। গাফফারের বিরুদ্ধে পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

চুয়াডাঙ্গার কুশোডাঙ্গা গ্রামে অটো উল্টে শিশু নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের কুশোডাঙ্গা গ্রামে অটো উল্টে রবিন নামরে ৬ বছররে শিশু নিহত হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল সোমবার বলো সাড়ে ১২ টার সময়

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□,□○ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□○
□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□○
□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □: □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□……□□□□□□□)□
□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□ □□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □: □□□□□□
□□□□ □□□□□ □: □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□,

সেক্রেটারি অ্যাড. রুহুল আমিন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা সেলিম উদ্দিন বগা, দেশ ইট ব্রিক্সের পরিচালক হাজি আ: কাদির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি আ: সবুর, মাও. আ: ছাত্তারসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
তারা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় হঠাৎ দেখা মিললো শানকার কারিগর মোতালেবের

দামুড়হুদায় হঠাৎই দেখা মিললো শানকার কারিগর এর। সিলেট হবিগঞ্জের ভ্রাম্যমাণ কারিগর মোতালেব ছুরি, দা, কাঁচি, বটি, শিল-পাটায় ধার দিয়ে আসছেন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে।
দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে মানুষ হবিগঞ্জ জেলা শহর থেকে আসা শান কারিগরের নিকট দা, বটি, কাচি, শিল- পাটা ইত্যাদি শান দেওয়ার জন্য ভীড় জমিয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো শান দেওয়া মেশিনের প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুরিতে ধার দেওয়া শুরু করলেন মোতালেব। ওই ছুরি ধার দেওয়ার মাঝেই বাজারের বেশ কিছু দোকান ও বাসাবাড়ি থেকে দা-ছুরি- বটি, ইত্যাদি ধার দেওয়ার জন্য নিয়ে এনেছেন। শান কারিগর প্রতিটি বটি, চাকু শান বা ধার দেবার জন্য ২০ টাকা, দা-কাঁচি শান দিতে নিচ্ছেন ৪০ টাকা ও শিল বাটা শান দিতে নিচ্ছেন ১০০ টাকা করে।
এ বিষয়ে বাজারের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম বলেন- আমি একটি ফল কাটার চাকু ধার দিলাম মাত্র ১০ টাকায়।
শান কারিগর মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন – আমি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এ পেশার সাথে রয়েছি। আমরা বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জ জেলাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে আমি কাঁধে করে শান মেশিন নিয়ে মানুষের দৌড় গোড়ার পৌঁছে দিচ্ছি এ সেবা।

[redacted]

[redacted]